যায়যায়দিন

তারিখ 19 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষ সঙ্কটে পাঠদান ব্যাহত

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুর সরকারি মহিলা কলেজটি শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ ও আসবাবপত্রের সঙ্কটে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। এ কারণে ছাত্রীরা এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেও এই কলেজ থেকে এইচএসসিতে ভালো করতে পারছে না।

লক্ষ্মীপুর মহিলা কলেজে

লক্ষ্মীপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে ১৯৮২ সালে মহিলা কলেজটি স্থাপন করা হয়। শুরুতে ক্যাম্পাসে জমি-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে কোনো স্থায়ী ভবন নির্মাণ করা যায়নি। ১৯৯৭ সালে কলেজটি সরকারিকরণ করা হয়। ২০০২ সালে লক্ষ্মীপুর-মজু চৌধুরীর হাট সড়কের পাশে জমি অধিগ্রহণ করে সেখানে একটি ক্যাম্পাস করা হয়। যেখানে একটি তিনতলা একাডেমিক ভবন ও একটি ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন ক্যাম্পাসের একাডেমিক ভবনে আসবাবপত্র না থাকায় সেখানে কর্তৃপক্ষ পাঠদান শুরু করতে পারছে না। তার ওপর সেখানে প্রশাসনিক ভবন না থাকায় সমস্যা আরো বাড়ছে। পুরনো ক্যাম্পাসে ৪টি মাত্র শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীদের জন্য একটি কক্ষ রয়েছে। কক্ষটি বিজ্ঞানাগার হওয়ায় সেখানে ৩-৪টির বেশি বেঞ্চ রাখা যায় না। ফলে ছাত্রীদের ক্লাসে বসতে অসুবিধা হচ্ছে। ব্যবহারিক ক্লাস করতে পারছে না। এই কলেজে ২৯টি শিক্ষকের পদ থাকলেও ইসলামী স্টাডিজ বিভাগে একটি সহকারী অধ্যাপকের পদ রয়েছে। বাকি সব পদই প্রভাষক। বর্তমানে কলেজে ১৩ জন শিক্ষক রয়েছেন। কলেজে ডিগ্রি পর্যন্ত সাড়ে ১৬শ ছাত্রী পড়ালেখা করছে।

লক্ষ্মীপুর সরকারি মহিলা কলেজের একাদশ বিজ্ঞানের ছাত্রী তানজিলা রহমান জানান, কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য মাত্র একটি কক্ষ রয়েছে। কক্ষটি বিজ্ঞানাগার হিসেবেও ব্যবহার হচ্ছে। ফলে ৩-৪টি বেঞ্চ বসানো যায় না। লাইব্রেরিতে সাড়ে ৫ হাজার বই থাকলেও কক্ষের অভাবে কার্যক্রম চালানো যাচ্ছে না। অধ্যক্ষ প্রফেসর মৃণাল কান্তি সাহা জানান, শিক্ষক সঙ্কট সব সময় লেগে থাকে। বর্তমানে ১৬টি শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। তার ওপর রয়েছে শ্রেণীকক্ষ ও বেঞ্চ সঙ্কট।